রিসালা নং: ৭৬
সংশোধিত
(BANGLA) BAHAYA NOJAWAN
লজ্জাশীল যুবক
লজ্জার বিধান
দাইয়্যুছ কাকে বলে?
মহিলাদের সংশোধনের পদ্ধতি
নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম আমল
কুদৃষ্টির মাধ্যমে স্মৃতিশক্তি দূর্বল হয়ে যায়
নোংরা মন-মানসিকতার কারণ সমূহ
বুজুর্গদের দরবারে হাজিরীর পদ্ধতি
শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী
مكتبة المدينة
MAKTABA-TUL-MADINAH

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” **(তারগীব তারহীব)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

কিতাব পাঠ করার দো'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো'আটি পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন স্বরণে থাকবে। দো'আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**:** কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :
bdtarajim@gmail.com, bdmaktabatulmadina26@gmail.com
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সূচিপত্র

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তিআমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

সূচিপত্র

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

লজ্জাশীল যুবক[১]

আপনি যদি লজ্জাশীলতার বরকত সমূহ অর্জন করতে চান তবে এই রিসালা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন।

শাফায়াতের সু-সংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি সকালে আমার উপর দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ লাভ করবে।”

(আত্তরগীব ওয়াত্ তারহীব, ১ম খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] এই বয়ানটি আমীরে আহ্লে সুন্নাত (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) তাবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর তিন দিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে (১লা মুহাররাম ১৪২৫ হিজরী) প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে লিখিতভাবে উপস্থাপন করা হল।

------ মজলিশে মাকতাবাতুল মদীনা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তা'আলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” **(মুসলিম শরীফ)**

বসরাতে এক বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ মিসকী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুশ্‌ককে আরবীতে মিসক বলা হয়। সে কারণে মিসকীর অর্থ দাঁড়ায় সুগন্ধিযুক্ত অর্থাৎ মুশকের সুগন্ধিতে সুরভিত হওয়া। ঐ বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ সর্বদা সুগন্ধিযুক্ত ও সুরভিত থাকতেন। এমনকি যে রাস্তা দিয়ে তিনি অতিক্রম করতেন ঐ রাস্তাও সুগন্ধময় হয়ে যেত! যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন তার সুগন্ধি দ্বারা লোকদের জানা হয়ে যেত যে, হযরত মিসকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ তাশরিফ এনেছেন। কেউ আরয করল: হুযুর! আপনার হয়ত সুগন্ধির জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হয়? তিনি বললেন: আমি কখনো সুগন্ধি কিনে লাগায় নি। আমার ঘটনা খুবই আশ্চর্য ধরণের: আমি বাগদাদ শরীফের এক সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করি। যে ভাবে সম্পদশালীরা নিজের সন্তারদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। আমাকেও একই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমি খুব সুন্দর এবং লজ্জাশীল ছিলাম। কেউ আমার পিতাকে বলল: “তাকে বাজারে বসান যেন সে লোকদের সাথে মিলে মিশে যায় এবং তার লজ্জা কিছুটা কম হয়।” এমনকি আমাকে এক কাপড় ব্যবসায়ীর (অর্থাৎ- কাপড় বিক্রেতা) দোকানে বসানো হয়। একদিন এক বুড়ী কিছু দামী কাপড় বের করল, অতঃপর কাপড় ব্যবসায়ীকে (অর্থাৎ- কাপড় বিক্রেতা) বলল: আমার সাথে কাউকে পাঠিয়ে দিন যেন যেগুলো পছন্দ হবে সেগুলো নেওয়ার পর মূল্য এবং বাকী কাপড় সমূহ ফেরত নিয়ে আসে। কাপড় বিক্রেতা আমাকে তার সাথে পাঠিয়ে দিল। বুড়ী আমাকে এক বিরাট শানদার মহলে নিয়ে যায়, আর একটি সজ্জিত রুমে পাঠিয়ে দেয়। কি দেখলাম যে, এক অলংকার দ্বারা সজ্জিত সুন্দর পোষাক পরিহিত যুবতী মহিলা আসনের উপর বিছানো অঙ্কিত কার্পেটের উপর বসা আছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

আসন ও বিছানা সবকিছু সোনালী রঙ্গে অঙ্কিত ছিল, আর এমন মনোরম যে, এরকম আমি কখনো দেখিনি। আমাকেই দেখতেই ঐ মহিলার উপর শয়তান চড়ে বসল, সে একদম আমার দিকে ঝাপিয়ে পড়ল, আর জড়িয়ে ধরে (তার সাথে) ব্যভিচার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। আমি ভীত হয়ে বললাম: “**আল্লাহ্ তা'আলা**কে ভয় কর!” কিন্তু তার উপর শয়তান পুরোপুরি ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। যখন আমি তার জোরা জোরী দেখলাম, তখন গুনাহ থেকে বাঁচার একটি পন্থা ভেবে বের করলাম, আর তাকে বললাম: আমাকে ইস্তিন্জাখানায় যেতে হবে। সে আওয়াজ দিল তখন চারিদিক থেকে দাসীরা চলে আসল। সে বলল: আমার মুনিবকে বাথরুমে নিয়ে যাও। আমি যখন সেখানে গেলাম তখন পালাবার কোন রাস্তা খুজে পেলাম না। ঐ মহিলার সাথে ব্যভিচার করতে আমার প্রতিপালক **আল্লাহ্ তা'আলা**র কাছে লজ্জা অনুভব হচ্ছিল এবং আমার মধ্যে জাহান্নামের শাস্তির ভয় বিদ্যমান ছিল। অতঃপর একটিই রাস্তা দেখলাম আর তা হল, ইস্তিন্জাখানার আবর্জনা দ্বারা আমার হাত মুখ ইত্যাদিতে মেখে নেয়া এবং খুব বেশি চোখ বের করে ঐ দাসীকে ভয় দেখালাম, যে বাহিরে রুমাল এবং পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি যখন পাগলের মত চিৎকার করে তার দিকে দ্রুত চলতে লাগলাম তখন সে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল এবং সে পাগল পাগল বলে চিৎকার করতে লাগল। সকল দাসীরা একত্রিত হল, আর তারা সবাই মিলে একটি চটে মুড়াল এবং উঠিয়ে একটি বাগানে ফেলে দিল। আমি যখন নিশ্চিত হলাম যে সবাই চলে গেছে তখন উঠে নিজের কাপড় এবং শরীরকে ধৌত করে পবিত্র করে নিয় এবং নিজের ঘরে চলে গেলাম কিন্তু কাউকে একথা বলিনি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

ঐ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, কে যেন বলছে: “হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর সাথে তোমার কি চমৎকার মিল রয়েছে, আর বলল: তুমি কি আমাকে চিন? আমি বললাম: না। তখন তিনি বললেন: আমি জিব্রাইল عَلَیْہِ السَّلَام! এরপর তিনি আমার মুখ ও শরীরের উপর নিজের হাত বুলিয়ে দেন। তখন থেকে আমার শরীর থেকে মুশকের উৎকৃষ্ট ধরণের সুগন্ধ বের হতে লাগল। আর এটা হযরত সয়্যিদুনা জিব্রাইল عَلَیْہِ السَّلَام এর হাত মোবারকের সুগন্ধি।

(রউজুর রিয়াহীন, ৩৩৪ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

লজ্জা কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! লজ্জাশীল যুবক **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয় এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণার বরকতে গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সফল হয়ে যায়। জানা গেল যে, গুনাহ সমূহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে লজ্জা খুবই কার্যকরী। লজ্জার অর্থ হল: দোষারোপ করার ভয়ে লজ্জা অনুভব করা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ গুণ যা ঐ সকল জিনিস থেকে বাঁধা প্রদান করে, যা **আল্লাহ্ তা'আলা** এবং সৃষ্টি জীবের কাছে অপছন্দনীয় হয়ে থাকে। লোকদেরকে লজ্জা করে এরকম কোন কাজ থেকে বিরত থাকা যা তাদের নিকট ভালো নয়, “সৃষ্টি জীব থেকে লজ্জা” বলা হয়। এটাও উত্তম কথা যে সাধারণ লোকদের থেকে লজ্জা করা দুনিয়াবী নোংরামী থেকে বাঁচাবে এবং আলিমগণ ও নেক্কারদের থেকে লজ্জা উত্তম হওয়ার জন্য জরুরী হল যে, সৃষ্টি জীবকে লজ্জা করাতে সৃষ্টিকর্তা **আল্লাহ্ তা'আলার** নাফরমানী যেন না হয় এবং কারো হক আদায়ে যেন ঐ লজ্জা বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়। “**আল্লাহ্ তা'আলার** থেকে লজ্জা” এটা যে তাঁর মহত্ব ও জালাল এবং তার ভয় অন্তরে রাখা, আর প্রত্যেক ঐ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যেটার দ্বারা তাঁর অসন্তুষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

হযরত সায়্যিদুনা শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তা'আলার** মহত্ব ও মর্যাদার সম্মানের জন্য রূহকে নত করাই লজ্জা। আর হযরত সায়্যিদুনা ইসরাফিল عَلَيْهِ السَّلَام এর লজ্জা এই প্রকৃতির, যেমন বর্ণিত আছে যে, তিনি **আল্লাহ্ তা'আলার** প্রতি লজ্জার কারণে আপন পাখা দ্বারা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮ম খন্ড, ৮০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০৭১, দারুল ফিকির, বৈরুত)

সবচেয়ে বড় লজ্জাশীল উম্মত

হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর লজ্জাও এই ধরণের, যেমন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি বদ্ধ রুমে গোসল করতেও **আল্লাহ্ তা'আলার** প্রতি লজ্জার কারণে অবনত হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত) **"ইবনে আসাকির"** হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, **আক্বায়ে দো'জাহান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: লজ্জা ঈমানের অংশ এবং উসমান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় লজ্জাশীল ব্যক্তি।

(আল জামেউস সগীর লিস সূয়ূতী, ২৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭৬৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

ইয়া ইলাহী! দেয় হামে ভি দৌলতে শরম ও হায়া,
হযরতে উসমা গণী বা হায়া কে ওয়াসতে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

লজ্জা দু'প্রকার

ফকীহ্ আবুল লাইছ সমরকন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: লজ্জা দু'প্রকার। (১) লোকদের ব্যাপারে লজ্জা, (২) **আল্লাহ্ তা'আলার** ব্যাপারে লজ্জা।

লোকদের ব্যাপারে লজ্জা করার উদ্দেশ্যে এটা যে, তুমি নিজের দৃষ্টিকে হারামকৃত বস্তু সমূহ থেকে বাঁচাও আর **আল্লাহ্ তা'আলা**র ব্যাপারে লজ্জা করার দ্বারা উদ্দেশ্য এটা যে, তুমি তাঁর নেয়ামতের পরিচয় লাভ কর এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে লজ্জা কর। (তাম্বিহুল গাফেলীন, ২৫৭ পৃষ্ঠা, পেশওয়ার)

স্বভাবগত এবং শরয়ী লজ্জা

স্বভাবগত ও শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকেও লজ্জাকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্বভাবগত লজ্জা ঐটা যা **আল্লাহ্ তা'আলা** সকল জীবের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং এটা সৃষ্টিগত ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে। আর শরয়ী লজ্জা বলা হয়, বান্দা **আল্লাহ্ তা'আলা**র নেয়ামত সমূহ এবং নিজের অপরাধ সমূহের উপর চিন্তা ভাবনা করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া আর এ লজ্জা এবং **আল্লাহ্ তা'আলা**র ভয়ের কারণে আগামীতে গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেকী সমূহ করার প্রচেষ্টা করা। ওলামারা বলেন: লজ্জা এমন একটি চরিত্র, যা মন্দ কাজ ত্যাগ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং হকদারের হক কম করা থেকে বাঁধা প্রদান করে। (মিরকাতুল মাফাতিহ্, ৮ম খন্ড, ৮০০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫০৭০)

লজ্জাতে সকল ইসলামী বিধিবিধান নিহিত রয়েছে। লজ্জা সম্পর্কে এটাও বলা হয়েছে যে, এটা এমন একটি চরিত্র, যার উপর ইসলামের ভিত্তি রয়েছে, আর তার কারণ এটি যে, মানুষের কাজকর্ম দু'ধরণের। (১) যার থেকে লজ্জা করা হয়, (২) যার থেকে লজ্জা করা হয় না। প্রথম প্রকারে হারাম ও মাকরূহ অন্তর্ভূক্ত, আর এটাকে ত্যাগ করা শরীয়াতের অনুমতি সাপেক্ষে হয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারে ওয়াজিব, মুস্তাহাব এবং মুবাহ অন্তর্ভূক্ত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” **(জামে সগীর)**

এতে প্রথম দুটি করা শরীয়াত মোতাবেক, আর তৃতীয়টি করা জায়েয। এখানে এই হাদীসে মোবারকা যে; “যখন তুমি লজ্জা করবে না, তখন যেটা ইচ্ছা সেটা কর।” ঐ পাঁচটি আহকাম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। **(মিরকাতুল মাফাতিহ্, ৮ম খন্ড, ৮০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০৭১)**

লজ্জার বিধান

লজ্জা কখনো ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে যেমন: কোন হারাম ও নাজায়েয কাজ থেকে লজ্জা করা। কখনো মুস্তাহাব যেমন মাকরূহে তানযিহী থেকে বেঁচে থাকতে লজ্জা এবং কখনো মুবাহ (অর্থাৎ- করা না করা এক রকম) যেমন কোন শরয়ী মুবাহ কাজ করা থেকে লজ্জা। **(নুযহাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা)**

লজ্জা পরিবেশের সাথে সম্পর্কীত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জার ক্রমবিকাশে পরিবেশ এবং প্রশিক্ষণের অনেক ভূমিকা রয়েছে। লজ্জাশীল পরিবেশ সহজে লাভ করা অবস্থায় লজ্জাশীলতাই খুবই চমৎকার সৌন্দর্য লাভ করে। যেখানে নিলর্জ্জ লোকদের সংস্পর্শ অন্তর অসংখ্য চরিত্রহীন ও অবৈধ কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় এজন্য যে, লজ্জায় তো ছিল, যা মন্দ স্বভাব এবং গুনাহ সমূহ থেকে বাঁধা প্রদান করত। যখন লজ্জাই রইল না তবে এখন পাপ থেকে কে বাঁধা প্রদান করবে? অনেক লোক এমন রয়েছে যারা দূর্নামের ভয়ে লজ্জা করে। মন্দকাজ করে না কিন্তু যাদের সুনাম ও দূর্নামের পরোয়া থাকে না এমন নির্লজ্জ লোক সকল গুনাহ করে থাকে। চরিত্রের সীমা অতিক্রম করে খারাপ চরিত্রের ময়দানে নেমে পড়ে এবং মানবতার নিকৃষ্টতম কাজ করতেও কোন লজ্জা অনুভব করে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

ইসলামের স্বভাব

ইসলামে লজ্জাকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এমনকি হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "নিশ্চয় প্রত্যেক ধর্মের একটি স্বভাব রয়েছে আর ইসলামের স্বভাব হলো লজ্জাশীলতা।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪১৮১, দারুল মারেফাত, বৈরুত) অর্থাৎ- প্রত্যেক উম্মতের কোন না কোন বিশেষ স্বভাব থাকে, যা অন্যান্য স্বভাবের উপর প্রাধান্য লাভ করে আর ইসলামের ঐ স্বভাব হল লজ্জাশীলতা। এজন্য যে, লজ্জা এমন একটি স্বভাব যা চারিত্রিক গুনাবলীর পরিপূর্ণতা, ঈমান মজবুত হওয়ার মাধ্যম এবং তার আলামতের মধ্যে অন্যতম। এমনকি

ঈমানের নিদর্শন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাসুলে করীম, রউফুর রহিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ঈমানের ৭০টির ও বেশি শাখা রয়েছে আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।" (সহীহ মুসলিম, ৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫, দারু ইবনে হাজেম, বৈরুত)

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ

অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। (মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৪৬৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত) অর্থাৎ যেভাবে ঈমান মুমিনকে কুফরী গ্রহণ করা থেকে বাঁধা প্রদান করে সেভাবে লজ্জা লজ্জাশীল ব্যক্তিকে অবাধ্যতা সমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। এখানে রূপক ভাবে এটাকে "ঈমান থেকে" বলা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।” **(কানযুল উম্মাল)**

যেটার আরো বিস্তারিত বর্ণনা ও সমর্থন হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর এই রেওয়ায়াত থেকে পাওয়া যায়, “নিঃসন্দেহে লজ্জা এবং ঈমান দুটি পরস্পর মিলিত সুতরাং যখন একটি উঠে যায় তখন অপরটিকে ও উঠিয়ে নেয়া হয়।”

(আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, ১ম খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৬, দারুল মারেফা, বৈরুত)

অধিক লজ্জা করা থেকে নিষেধ করিও না

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক আনছারী সাহাবীকে দেখলেন, যিনি নিজের ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন (অর্থাৎ অধিক লজ্জা করা থেকে নিষেধ করছিলেন) তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “তাকে ছেড়ে দাও, নিশ্চয় লজ্জা ঈমানেরই অঙ্গ।”

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৭৯৫, দারু ইহ্‌ইয়উত তুরাছিল আরবী, বৈরুত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, লজ্জা যতবেশি হবে, তত ভাল। যে লজ্জা দূর্বলতা এবং হীনমন্যতার কারণে না হয় বরং **আল্লাহ্ তা'আলার** ভয়ের কারণে হয় তাতে অবশ্যই মঙ্গলই রয়েছে। যেমন-

লজ্জা কল্যাণই কল্যাণ

হযরত সায়্যিদুনা ইমরান বিন হুসাইন رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ্ তা'আলার হাবীব, রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন; “লজ্জা শুধুই মঙ্গল (অর্থাৎ কল্যাণই) বয়ে আনে।”

(সহীহ মুসলিম, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

কুমন্ত্রণা: এখানে কুমন্ত্রণা আসতে পারে যে, অনেক সময় লজ্জা মানুষকে সত্য কথা বলা, শরয়ী হুকুম বর্ণনা করা, নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করা ইত্যাদি মাদানী কাজ থেকে বাঁধা প্রদান করে, তাকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দেয় তখন তো এটি (লজ্জা) শুধু কল্যাণই বয়ে আনল না!

কুমন্ত্রণার প্রতিকার: উত্তর হল: হাদীস শরীফে লজ্জার শরয়ী অর্থ (যা এই রিসালায় বর্ণিত আছে) উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর শরয়ী লজ্জা কখনো নেকী সমূহ থেকে বাঁধা প্রদান করবে না, বরং এগুলোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে: "লজ্জা সম্পূর্ণই মঙ্গল (অর্থাৎ কল্যাণ)।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৭৯৬)

বর মেয়েদের ভিড়ে

আফসোস! শত কোটি আফসোস! যুবতী মেয়ে এখন পর্দা, চাদর এবং চার দেওয়াল (ঘর) থেকে বের হয়ে সহশিক্ষার মুসিবতে গ্রেফতার হয়ে "বয় ফ্রেন্ড" এর জালে ফেসে গেছে। সে যতক্ষণ পর্যন্ত পর্দা, চাদর এবং চার দেওয়ালের (ঘরের) মধ্যে থাকার সৌভাগ্য মণ্ডিত ছিল, সে লজ্জাবতী ছিল। আর এখনো যে পর্দা, চাদর এবং চার দেওয়ালের (ঘরের) মধ্যে থাকবে, সে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ লজ্জাবতী হবে। আফসোস! অবস্থা একদম পাল্টে গেছে। এখন তো অধিকাংশ কুমারী মেয়েরা বিবাহ অনুষ্ঠানে খুব নাচানাচি করে এবং মেহেদী অনুষ্ঠানের রীতিনীতি ইত্যাদিতে নির্দ্বিধায় নির্লজ্জতা প্রদর্শন করে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এটাও প্রচলিত রয়েছে যে, বর বিয়ের পর কন্যা বিদায়ের পূর্বে না মুহরিম মহিলা যাদের সাথে পর্দা করা জরুরী ঐ যুবতী মেয়েদের আসরে (ভিড়ে) যায় এবং তারা বরের সাথে টানাটানি এবং হাসি তামাশা করে থাকে। এসব কিছু সম্পূর্ণ না জায়িয, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। মোটকথা আজকালের ফ্যাশনপূর্ণ ও পর্দাহীন মেয়েদের কার্যকলাপ, কথাবার্তা প্রত্যেক দিক থেকে লজ্জার পর্দাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে।

আত্মমর্যাদা বিদায় নিয়েছে

শরীয়াতের মাসয়ালা হল যে, যদি বিয়ের ওকিল কুমারী কন্যা থেকে বিয়ের সময় অনুমতি নেয় এবং সে (লজ্জা করে) নিশ্চুপ থাকে, তবে এটা অনুমতি মেনে নেওয়া হবে। (দুররে মুখতার, ৪র্থ খন্ড, ১৫৫, ১৫৬ পৃষ্ঠা, দারুল মারেফা, বৈরুত) জানা গেল, আগের যুগের মেয়েরা এরকম করত এজন্যই তো আমাদের ফোকাহায়ে কেরামদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এই মাসয়ালা লিখেছেন। কিন্তু এখন তো মেয়েরা নিজের মুখে 'বিয়ে বিয়ে' বলতে থাকে বরং না-মুহরিমদের সামনেও বিয়ে শাদীর আলোচনা করতে লজ্জা করে না। আপনিই বলুন ঐ ছোট ছেলে বা ছোট মেয়ে যে মাতা-পিতার পাশে বসে **T.V.** ও **V.C.R.** ইত্যাদিতে সিনেমা নাটক, গান-বাজনার নির্লজ্জ দৃশ্যাবলী এবং পুরুষ মহিলাদের নোংরা নোংরা কামোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী দেখবে তার মধ্যে কি লজ্জা-শরম সৃষ্টি হবে? তাদের সম্পর্কে কি এ ধরণের আশা করা যাবে যে, তারা বড় হয়ে সমাজের লজ্জাশীল ও চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

নাজুক কাঁচ সমূহ

আমার আক্বা আ’লা হযরত, ওলীয়ে নেয়ামত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বারকাত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে বিদআত, মাহিয়ে সুন্নাত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইর ও বরকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফিজ, আল ক্বারী শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: মেয়েদেরকে সূরা ইউসুফের তাফসীর পড়াবেন না বরং তাদেরকে সূরা নূরের তাফসীর পড়ান। কেননা সূরা ইউসুফে এক মহিলার প্রতারণার আলোচনা রয়েছে যে, নাজুক কাঁচ সমূহ সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে যাবে।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা)

মেয়েদেরকে শুরু থেকেই সামলান.......

সূরা ইউসুফের তাফসীর পর্যন্ত পাঠ করা যাদের নিষেধ রয়েছে। শত কোটি আফসোস! আজকাল ঐ সকল মেয়েরা প্রেমের উপন্যাস, চরিত্রহীন কাহিনী, প্রেম ও অশ্লীল বিষয়াবলী খুব বেশি পড়ে থাকে এবং অনেকে লিখেও থাকে। অনর্থক কাব্যপাঠ ও গান শুনে ও গেয়ে থাকে। **T.V., V.C.R.** ইত্যাদিতে সিনেমা, নাটক এবং জানি না কি কি দেখে থাকে। (আর যাদের লজ্জা একেবারে চলে গেছে তারা) তাতে চাকুরীও করে থাকে। মাতা-পিতা নিজের সন্তানদের শুরু থেকে সামালায় না আর যখন কোন মেয়ে নিজের মর্জি মোতাবেক কারো সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে তখন মাতা-পিতা মাথায় হাত মেরে কান্না করতে থাকে। যে পিতা মেয়েকে কলেজে পাঠায়, সিনেমা নাটক দেখতে বাঁধা দেয় না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'আদাতুদ দা'রাঈন)

সাধারণত তাদের এটি দুনিয়াবী শাস্তি হয়ে থাকে। হয়ত বাজী হাত থেকে বের হয়ে গেছে এখন তার চাওয়া পাওয়াতে আপনার বাঁধা প্রদান করা আত্মহত্যা বা হত্যা কাণ্ডের আপদও ডেকে আনতে পারে!

মাওলানা সাহেব! অপরাধী কে?

আমাকে মক্কা শরীফে কোন ব্যক্তি এক পরিবারের নষ্ট মেয়ের চিঠি পড়তে দেয়, যার সারাংশ কিছুটা এরকম ছিল যে, আমাদের ঘরে **T.V.** প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। আমাদের আব্বুর হাতে কিছু টাকা আসল, তখন ডিস এন্টিনা নিয়ে আসল। এখন আমরা দেশীয় সিনেমা ছাড়াও অন্যান্য বিদেশী সিনেমা দেখতে লাগলাম। আমার স্কুলের বান্ধবী আমাকে একদিন বলল: অমুক "চ্যানেল" চালু করলে তুমি যৌন আবেদনের **(SEX APPEAL)** দৃশ্যের টেস্ট লাভ করতে পারবে। এক বার আমি ঘরে একাকী ছিলাম। তখন ঐ চ্যানেল চালু করলাম "যৌন উত্তেজনার" বিভিন্ন দৃশ্যাবলী দেখে আমি কাম উত্তেজনার কারণে সাধ্যের বাইরে চলে যায়। অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হলাম। ঘটনাক্রমে এক কার (গাড়ী) আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, যেটা এক যুবক চালাচ্ছিল। কারে (গাড়ীতে) আর কেউ ছিল না। আমি তার থেকে লিফট চাইলাম, সে আমাকে গাড়ীতে বসাল.......... এমনকি আমি তার সাথে "ব্যভিচার" করে বসলাম। আমার কুমারিত্ব নষ্ট হয়ে গেল। আমার মাথায় কলংকের বোঝা লেগে গেল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। মাওলানা সাহেব! আপনি বলুন অপরাধী কে? আমি নিজে না আমার আব্বু, যে ঘরের মধ্যে প্রথমে টি.ভি. **(T.V.)** আনল এবং পরে ডিশ এন্টিনাও লাগাল।

দিল কে পেপুলে জ্বল উঠে সীনে কে দাগ ছে,
ইছ ঘর কো আগ লাগ গেয়ি ঘর কে চেরাগ ছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

জান্নাত থেকে বঞ্চিত

যে লোক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজের মহিলাদের এবং মুহরিমদের বে-পর্দা হওয়া থেকে বাঁধা প্রদান করে না, তাকে দায়উছ বলে। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ فِىْ اَهْلِهِ الْخَبَثَ (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৩৭২, দারুল ফিকির, বৈরুত) অর্থাৎ- তিন ব্যক্তি এমন আছে যাদের উপর **আল্লাহ্ তা'আলা** জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। একজন তো ঐ ব্যক্তি যে সর্বদা মদ পান করে, দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে নিজের পিতা মাতার নাফরমানী করে, আর তৃতীয় ঐ দাইয়ুছ (অর্থাৎ নির্লজ্জ) যে নিজের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বেহায়াপনার কাজকে বহাল রাখে।

দাইয়ুছ কাকে বলে?

বিখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের শব্দাবলী ঐ দাইয়ুছ (অর্থাৎ নির্লজ্জ) “যে নিজের ঘরের অধিবাসীদের মধ্যে বেহায়াপনার কাজকে বহাল রাখে” এর ব্যাখ্যায় বলেন: কিছু ব্যাখ্যাকারীরা বলেন যে, এখানে বেহায়াপনা থেকে উদ্দেশ্য যিনা এবং যিনার কারণ সমূহ অর্থাৎ যে নিজের স্ত্রী সন্তানদেরকে যিনা বা নির্লজ্জতা, পর্দাহীনতা, অপরিচিত পুরুষদের সাথে মেলামেশা, বাজারে সাজসজ্জা করে ঘুরাঘুরি করা, অশ্লীল গান বাজনা, নাচ ইত্যাদি দেখে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাঁধা প্রদান করে না সে নির্লজ্জ দাইয়ুছ।

(মিরআত, ৫ম খন্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা, যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্সজ, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

জানা গেল, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের স্ত্রী, মা, বোন এবং যুবতী মেয়ে ইত্যাদি কে গলি সমূহ, বাজার, শপিং সেন্টার, নারী পুরুষের একত্রে আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠানে বেপর্দা ঘুরাঘুরি করা, অপরিচিত প্রতিবেশীদের, না মুহরিম আত্মীয়দের, না মুহরিম কর্মচারীদের দারোয়ান। ড্রাইভারদের সাথে সংকোচহীনতা এবং বেপর্দা হওয়া থেকে যে বাঁধা প্রদান করবে না, সে খুবই বড় বোকা, নির্লজ্জ, দাইয়ুছ, জান্নাত থেকে বঞ্চিত এবং জাহান্নামের হকদার। আমার আক্বা আ’লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: দাইয়ুছ খুব বড় ফাসিক এবং প্রকাশ্য ফাসিকের পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। তাকে ইমাম বানানো বৈধ নয় এবং তার পিছনে নামায পড়া গুনাহ এবং আদায় করলে তবে তা পূনরায় আদায় করা ওয়াজিব। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৮৩ পৃষ্ঠা) যদি পুরুষ নিজের সাধ্যমত নিষেধ করে আর সে না মানে তবে এ অবস্থায় তার (পুরুষের) উপর অপবাদ দেয়া যাবে না এবং সে দাইয়ুছও না।

মহিলাদের সংশোধনের পদ্ধতি

যথাসম্ভব বেপর্দা করা ইত্যাদির ব্যাপারে মহিলাদেরকে বাঁধা প্রদান করতে হবে। তবে কৌশলের সাথে করতে হবে। কখনো যেন এমন না হয় যে, আপনি আপনার স্ত্রী বা মা, বোনদের উপর এমনভাবে কঠোরতা প্রদর্শন করছেন যার কারণে ঘরের শান্তিতে বিঘ্নতা ঘটে। প্রয়োজনে আমার বয়ানের ক্যাসেট শুনান, যেটাতে পর্দার বর্ণনা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড ৮০ থেকে ৯২ পৃষ্ঠাতে "দেখা এবং স্পর্শ করার বয়ান" পাঠ করা, পাঠ করানো বা পাঠ করে শুনানোও খুবই ফলদায়ক, এজন্য একাগ্রতার সাথে দো'আ ও করতে থাকুন। নিজেকে এবং ঘরের অধিবাসীদেরকে প্রত্যেক গুনাহ থেকে বাঁচানোর উৎসাহ সৃষ্টি করুন এবং প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখুন। ২৮ পারার সূরা তাহরীমের ৬ষ্ঠ আয়াতে করীমায় **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

(পারা- ২৮, সূরা- তাহরীম, আয়াত- ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর।

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৯৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত) অর্থাৎ- তোমরা সবাই নিজের অধিনস্থদের তত্ত্বাবধায়ক আর তত্ত্বাবধায়কদের থেকে কিয়ামদের দিন তার অধিনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।" এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুর হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: উদ্দেশ্য এটা যে, যে কারো অধীনস্থ তথা রক্ষণাবেক্ষণে আছে। যেমন: প্রজারা রাজার, সন্তানেরা পিতা-মাতার, ছাত্ররা শিক্ষকদের, মুরীদরা পীরের অধিনস্থ হয়ে থাকে। একইভাবে যে সম্পদ স্ত্রীর বা সন্তানের বা চাকরের সোর্পদকৃত হয়। সে গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের কর্তব্য।

এটা মনে রাখবেন রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে এটাও লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য অধিনস্থরা গুনাহের মধ্যে যেন লিপ্ত না হয়। (নুযহাতুল ক্বারী, ২য় খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা)

বিয়েতে নাচ গান

বুঝে আসছে না যে, এই বিগড়ে যাওয়া সমাজকে কিভাবে **আল্লাহ্ তা'আলা** এবং **তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং জাহান্নামের দিকে দ্রুত বেগে চলমান তার গতিকে প্রতিরোধ করে কিভাবে তাদেরকে জান্নাতগামী করা যায়। হায়! হায়! হায়! এমন যুগ চলে এসেছে, যে যুগে প্রত্যেকেই একে অপরকে পিছনে ফেলে আল্লাহ্র পানাহ! জাহান্নামে পতিত হতে চাচ্ছে। যেমন আজকাল বিবাহের অনুষ্ঠানে সচরাচর দেখা যায়, নাচ গান ছাড়া বিবাহের কোন অনুষ্ঠানই হয় না। যার নিকট টাকা পয়সা কম সেও সিনেমার গানের রেকডিং বাজিয়ে বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে। যার নিকট টাকা পয়সা বেশি তথা বিত্তবান, সে বিভিন্ন **(Function)** অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে্ যাতে ঢোল তবলা হারমোনিয়ামের তালে নারী পুরুষ বিশ্রীভাবে নাচ গান করতে থাকে। খুব রংঢং করতে থাকে। বিভিন্ন হাস্যোদ্দীপক প্রবচন ছুড়তে থাকে। মজার মজার প্রবচন দ্বারা দর্শকদের মনে আনন্দ দিতে থাকে। আর সবাই এর উপর হাসে, অট্টহাসি আনন্দ উপভোগ করে এবং জোরে জোরে হাত তালি দেয় এবং মুখে বাঁশি বাজায়। তাদের এ ধরণের আচরণ দেখে মনে হয় যেন লজ্জা শরম বলতে কিছুই নেই। পারিবারিক অনুষ্ঠান বলুন কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠান, মহল্লা বলুন কিংবা হাট বাজার সর্বত্র লজ্জা আজ হারিয়ে যাচ্ছে এবং নির্লজ্জতার ধুমধাম চলছে। যাকেই দেখ নির্লজ্জতার ব্যাপারে অপরের সাথে পাল্লা দিতে দেখা যাচ্ছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

ঘরোয়া নির্লজ্জতা

একটু ভাবুন! যদি আপনি আপনার ঘরের বইরে কোন যুবক-যুবতীকে অস্বাভাবিক আচার আচরণ করতে দেখতে পান, তখন হয়ত আপনি হৈ চৈ ফেলে দেন যে, এসব কি নির্লজ্জতা প্রর্দশন করছ বরং তাদের শাস্তি দিতে উদ্যত হন! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা আপনার লজ্জার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন? ঘরের মধ্যে যখন আপনি টিভির সুইচ অন করেন তখন টিভির পর্দায় নর্তক ও নর্তকী প্রকাশ পায়, যারা নাচছে, একে অপরকে ইশারা করছে, স্পর্শ তথা জড়িয়ে ধরছে। তখন আপনার লজ্জা কোথায় ঘুমিয়ে যায়? **আল্লাহ্ তা'আলা**র ওয়াস্তে ভাবুন। এটা বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার দৃশ্য নয় কি? এটা আপনার কেমন নৈতিকতা? ঘরের বাইরে যে দৃশ্য দেখতে পেলে আপনি তাকে বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যান! অথচ ঐ দৃশ্যটা আপনার ঘরের টিভির পর্দায় পরিবার পরিজন স্ত্রী কন্যা নিয়ে এক সাথে আনন্দে উপভোগ করছেন, তখন তা আপনার নিকট বেহায়াপনা চোখের সামনে যুবক-যুবতী পরস্পর হাত ধরে নাচছে, আর আপনিই সানন্দে তা দেখছেন, উপভোগ করছেন এবং তাদের বাহবা দিচ্ছেন। এভাবে আপনি আর কতদিন **আল্লাহ্ তা'আলা**র কহর ও গজবকে ডাকতে থাকবেন?

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী
কবর মে ওয়ারনা সাযা হোগী কাড়ী।

প্রচার মাধ্যম সমূহ

আফসোস! বর্তমান যুগে প্রচার মাধ্যম সমূহ যেমন রেডিও, টিভির চ্যানেল সমূহ এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকা সমূহ নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনাকে চাকচিক্যদানে ব্যস্ত রয়েছে। যার জন্য আমাদের সমাজ তীব্রবেগে অশ্লীলতা নগ্নতা ও বেহায়াপনার আগুনে ঝাপিয়ে পড়ছে। বিশেষ করে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম এর অশুভ পরিণতিতে এভাবে চারিত্রিক অধঃপতন ও নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হচ্ছে। সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি আজ ঘরে ঘরে চলছে। অধিকাংশ ঘর আজ সিনেমা ঘর এবং অধিকাংশ বৈঠক আজ রঙ্গালয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয় বরং বর্তমানে মুসলমানদের ঈমান আকিদা নিয়েও ছিনিমিনি খেলা চলছে। শয়তানের ইঙ্গিতে কাফিররা গান বাজনাতে এমন এমন কুফরী কালেমা ঢুকিয়ে দিয়েছে যা মুসলমানগণ শুনছে ও গাচ্ছে। অথচ যা মনোযোগ সহকারে শুনা ও গান করা কুফরীর অন্তর্ভূক্ত। কুফরী গান সমূহ চেনা এবং তা থেকে তাওবা ও নতুন সূত্রে ঈমান আনয়নের নিয়ম নীতি জানার জন্য **"৩৫টি কুফরী আশআর"** নামক আমার সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেটটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে শুনুন। এ বয়ানটি রিসালা আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদীয়া সহকারে সংগ্রহ করে নিজেও পাঠ করুন এবং অপরকেও পাঠ করতে দিন। আর যদি সম্ভব হয় তবে বেশি ক্রয় করে অন্যান্যদের উপহার স্বরূপ প্রদান করে সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

রাসুলগণ عَلَيْهِ السَّلَام এর চারটি সুন্নাত

নবীদের সরওয়ার, রাসুলগণের সরদা, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “চারটি কাজ রাসুলগণ عَلَيْهِ السَّلَام এর সুন্নাত। (১) আতর লাগানো, (২) বিবাহ করা, (৩) মিসওয়াক করা ও (৪) লজ্জা করা।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৬৪১)

নির্লজ্জ ব্যক্তি (নিজেকে) নেক্‌কার দাবী করতে পারে না!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে সকল নবী এবং সকল ওলী লজ্জাশীলই হয়ে থাকেন। **আল্লাহ্‌**র মকবুল বান্দাদের ক্ষেত্রে নির্লজ্জতার কল্পনাই করা যায় না। তাই যে ব্যক্তি নির্লজ্জ, সে **আল্লাহ্ তা'আলা**র নেক বান্দা হওয়ার দাবী করতে পারে না। চাচাতো বোন, খালাতো বোন, মামাতো বোন এবং ফুফাত বোন, চাচী, জেঠী, মামী, নিজের ভাবী, অমুহরিম প্রতিবেশী এবং অন্যান্য নামুহরিম মহিলাদের প্রতি যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করে, তাদের সাথে বন্ধুত গড়ে তোলে, সিনেমা-নাটক দেখে, গান-বাজনা শুনে, অশ্লীল গালি-গালাজ করে সে শুধুমাত্র বেহায়াই নয় বরং বেহায়া লোকদের একজন সরদারও। যদিও সে হাফেজ, ক্বারী, সারারাত ইবাদতকারী এবং সারা বছর রোযা পালনকারী হোক না কেন, তার ইবাদত বান্দেগী একদিকে কিন্তু তার বেহায়া ও নির্লজ্জ আচরণ তার লজ্জা ও নেক্‌কার হওয়ার গুণকে হরণ করে নিয়েছে। বর্তমান যুগে এরূপ দৃশ্য অহরহ চোখে ধরা পড়ে। অনেক নামী-দামী ধর্মীয় লেবাসধারী লোকও আজ এ ব্যধিতে আক্রান্ত। অর্থাৎ মুখে দাড়ি, মাথায় বাবরী চুল ও পাগড়ী ধারণ করে। সুন্নাত মোতাবেক লেবাস পরিধান করে বরং এক এক জন নাম করা মুবাল্লিগ হয়েও লজ্জার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” **(আবু ইয়ালা)**

দেবর ভাবীর পারস্পরিক পর্দার বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে, তাদের বেপর্দা মেলামেশাকে আধুনিকতা ও সভ্যতার প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করে তারা ব্যক্তিকে কোন সুহৃদয় ব্যক্তি বুঝালেও তার কথা তারা এক কানে শুনে অপর কান দিয়ে বের করে দেয়। যখন তাদের বেপর্দা বান্ধবীদের সাথে তারা একান্ত আলাপচারিতায় মত্ত থাকে। তাদের খোশগল্পের আসর জমে উঠে, তখন তাদের মধ্যে অনিবার্য ভাবে বিবাহ শাদী এবং চারিত্রিক বহির্ভূত কুরুচিপূর্ণ প্রেমালাপ চলতে থাকে। তোমার বিয়ে, আমার বিয়ে, অমুকের বিবাহ ইত্যাদি অশ্লীল বিষয় সমূহ তাদের সে আসর সমূহের আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্থান লাভ করে। আবার ইশারা ইঙ্গিতে এমন এমন কথাবার্তা বলে ও তারা তৃপ্তিবোধ করতে থাকে। যা কোন লজ্জাশীল ব্যক্তির সামনে মুখ দিয়ে বলা হলে সে লজ্জায় চুর চুর হয়ে যায়।

নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সে সমস্ত লোক কতইনা হতভাগা! যারা ফরজ ছাড়াও নফল ইবাদত নফল নামায, নফল রোযা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকার পরও গান-বাজনা শুনে, সিনেমা নাটক দেখা, অমুহরিম মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাত, সুদর্শন বালকদের প্রতি কু-দৃষ্টিদান ইত্যাদি নির্লজ্জ কাজ থেকে বিরত থাকে না। মনে রাখবেন! হাজার বছরের নফল নামায, নফল রোযা লক্ষ কোটি টাকার নফল দান খয়রাত অসংখ্যবার নফল হজ্ব ও ওমরার চেয়েও একটি মাত্র ছগিরা গুনাহ তথা ছোট গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা শতগুণ উত্তম। কেননা কোটি কোটি নফল কাজ সমূহ বর্জন করলেও কিয়ামতের দিন তারজন্য শাস্তি পাওয়ার কোন ভয় নেই। অথচ একটি নগন্য ছগীরা গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকা ওয়াজিব, আর যে ব্যক্তি ছগিরা গুনাহতে লিপ্ত হবে, কিয়ামতের দিন সে জন্য তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তা'আলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি

অসৎ সঙ্গ ও নোংরা পরিবেশের আসক্ত কিছু নাদান মূর্খ লোক **আল্লাহ্র পানাহ!** ঘরের গোপন কথাবার্তা এবং নিজেদের দাম্পত্য জীবনের গোপন বিষয়াদিও তাদের নির্লজ্জ ও বেহায়া বন্ধু বান্ধবদের সামনে অকপটে বলে ফেলে। একটি হাদীস শুনুন এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করুন। হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; **মক্কী মাদানী আক্বা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ্ তা'আলার** নিকট কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বনিকৃষ্ট হবে সে, যে তার স্ত্রীর নিকট গমণ করে এবং স্ত্রীও তার নিকট আসে। অতঃপর সে তাদের মধ্যকার গোপন বিষয়াবলী মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেয়।" (সহীহ মুসলিম, ৭৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৩৭)

যথাযথভাবে লজ্জা করা: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: একদা **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম, রাসুলে মুহতাশাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করলেন: "তোমরা **আল্লাহ্ তা'আলাকে** যথাযথ লজ্জা করো, যেরকম লজ্জা করার হক রয়েছে।" সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমরা আরয করলাম: আমরা **আল্লাহ্ তা'আলাকে** লজ্জা করি এবং সকল প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব **আল্লাহ্ তা'আলার** জন্য। **রাসুল** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এরূপ নয় বরং **আল্লাহ্ তা'আলাকে** যথাযথ ভাবে লজ্জা করার অর্থ হচ্ছে এই, মাথা এবং মাথায় যতগুলো অঙ্গ আছে সেগুলোর পেট এবং পেট যতগুলো অঙ্গকে অন্তর্ভূক্ত করে সেগুলোর হিফাযত করা,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে পচে গলে যাওয়ার কথা স্মরণ করা যে, পরকাল কামনা করে সে দুনিয়ার রূপ মাধুর্য বর্জন করা। সুতরাং যে এরূপ করল সে **আল্লাহ্ তা'আলাকে** যথাযথ ভাবে লজ্জা করার হক আদায় করল।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬৭১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে লজ্জাশীলতায় অভ্যস্ত করা এবং সকল প্রকার গুনাহ থেকে রক্ষা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর কয়েকটি মাদানী ফুল আরয করছি:

মাথার লজ্জা

মাথাকে পাপ থেকে রক্ষা করার অর্থ এই খারাপ খেযাল সমূহ, নোংরা চিন্তা-ভাবনা এবং কোন মুসলমান সম্পর্কে বদগুমানী তথা খারাপ ধারণা ইত্যাদি থেকে মাথাকে রক্ষা করা এবং মাথার সাথে সংযুক্ত প্রত্যঙ্গ সমূহ তথা জিহ্বা, কান, ঠোঁট এবং চোখ ইত্যাদি দ্বারা গুনাহ না করা।

জিহ্বার লজ্জা

জিহ্বাকে পাপ থেকে বাঁচাতে হবে গালাগালি এবং অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা বিরত রাখতে হবে। মনে রাখবেন! আপন মুসলিম ভাইকে গালি দেয়া গুনাহ এবং যে অশ্লীল কথাবার্তা বলে তার জন্য জান্নাত হারাম। যেমন-

জান্নাত হারাম: তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম, যে অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সমাধান করে।"

(আল জামেউস সগীর লিস সূয়তী, ২২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৪৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

জাহান্নামীরাও অসন্তুষ্ট: বর্ণিত আছে যে; চার প্রকারের জাহান্নামী লোক জাহান্নামের ফুটন্ত পানি ও আগুনের মাঝখানে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে এবং নিজেদের ধ্বংস কামনা করতে থাকবে। তাদের মধ্যে এমন একজন লোকও থাকবে, যার মুখ থেকে রক্ত ও পূজঁ প্রবাহিত হতে থাকবে। তাকে দেখে জাহান্নামীরা বলবে: এ হতভাগার কি হল, যে আমাদের কষ্টকে আরো বাড়িয়ে দিল? তখন বলা হবে: সে হতভাগা সহবাস ও সঙ্গমের মত অশ্লীল ও নোংরা কথাবার্তা বলে তা থেকে স্বাদ নিত। (ইত্তেহাফুস সাআদাত লিয যুবাইদী, ৯ম খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা, দারু কুতুবিল ইলমিয়াহ) সায়্যিদুনা শোয়াইব বিন আবু সাঈদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তা বলে আনন্দ বোধ করে, কিয়ামতের দিন তার মুখ থেকে রক্ত ও পূজঁ প্রবাহিত হতে থাকবে। (প্রাগুক্ত, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

কুকুরে আকৃতিতে উঠানো হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যৌন তৃপ্তি লাভের জন্য যারা প্রেমালাপ করে, তোমার বিয়ে, আমার বিয়ে ইত্যাদি নির্লজ্জ কথাবার্তা বলে, সিনেমা, নাটক দেখে, ভিসিআর এ নোংরা ফ্লিম দেখে, সিনেমা দেখার জন্য সিনেমা ঘরে যায়, সিনেমায় যারা গান করে। তাদের বর্ণিত এই হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। **মনে রাখবেন!** হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন মায়সারা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অশ্লীল ভাষা ব্যবহারকারী কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে উঠাবে।

(ইত্তেহাফুস সাআদাত লিয যুবাইদী, ৯ম খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: মনে রাখবেন যে, সকল মানুষ কবর থেকে মানুষের আকৃতি নিয়ে উঠাবে, অতঃপর হাশরের ময়দানে গিয়ে কারো কারো আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে। (মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৬০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষ অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সামনে নির্লজ্জ কথাবার্তা বলতে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! মহান **আল্লাহ্!** যিনি সম্মাণিতদের সম্মাণিত তাঁর সামনে মানুষ নির্লজ্জ কথাবার্তা বলতে লজ্জাবোধ করে না। অথচ তিনি আমাদের সব কিছু দেখেন, সব কথাই শুনেন। যেমন-

আল্লাহ্ তা‘আলা সব কথা শুনেন

হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ খুবই কম কথা বলতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ তাঁর সঙ্গীদের বলতেন: তোমরা চিন্তা করে দেখো তোমাদের আমলনামা সমূহে তোমরা কি লিখাচ্ছ। তোমাদের আমল নামায় লিখাগুলো তোমাদের মালিকের সামনে একদিন পাঠ করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি লজ্জাজনক কথাবার্তা বলে তার জন্য আফসোস যদি তোমরা তোমাদের বন্ধুদের নিকট কিছু লিখার সময় তাতে খারাপ কিছু লিখো তাহলে তা তোমাদের লজ্জার অভাবের কারণেই লিখে থাক। সুতরাং তোমরা ভেবে দেখো, তোমাদের মালিকের সাথে তোমাদের আচরণ কতই মন্দ, যদি তোমাদের আমল নামা সমূহে নির্লজ্জ কথাবার্তা লিখা হয়। (তামবিহুল মুগতাররিন, ২২৮ পৃষ্ঠা, দারুল বাশায়ির, বৈরুত)

ঈমানের দুটি শাখা: **সুলতানে মদীনা, রহমতে দো' আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “اَلْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْبَذَاءُ وَ الْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ ـ অর্থাৎ- লজ্জাশীলতা ও মিতভাষীতা ঈমানের দুটি শাখা, আর অশ্লীলতা ও বাচালতা নিফাকের দুটি শাখা।” (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস-২০৩৪, দারুল ফিকির, বৈরুত) বিখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের অংশ বাচালতা এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন: প্রত্যেক কথা নিঃস্বঙ্কোচে মুখ দিয়ে বলে ফেলা মুনাফিকেরই আলামত। বাচাল ব্যক্তির গুনাহও বেশি হয়। তার শতকরা ৮০ ভাগ গুনাহ মুখ দ্বারা হয়ে থাকে।

(মিরাতুল মানাযিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আগেকার নারীরা এতই লাজুক ছিল যে, তারা নিজেদের স্বামীর নাম নিতেও কুণ্ঠাবোধ করত। বরং স্বামীদেরকে তারা ছেলের আব্বু, ঘরের কর্তা ইত্যাদি নামে সম্ভোধন করত। কিন্তু বর্তমান যুগের নির্লজ্জ নারীরা অবলীলায় স্বামীকে নাম ধরে সম্ভোধন করছে। “আমার স্বামী”“আমার হাজব্যান্ড” **(Husband)** আমার পতি ইত্যাদি নামে অভিহিত করছে। আর পুরুষেরা ছেলের মা, ঘরের কর্তী ইত্যাদি বলার পরিবর্তে আমার স্ত্রী, আমার ওয়াইফ, আমর মেডাম ইত্যাদি নামে স্ত্রীদের অভিহিত করছে। ছেলের মামার পরিচয় দেওয়ার সময় তাকে ভাই না বলে শালা বলে সম্ভোধন করা হচ্ছে। আনন্দ লাভের জন্যই এসব করা হচ্ছে। শালীনতাবোধক শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা করুন তবে প্রয়োজনে স্বামী, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

চোখের লজ্জা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাথার অঙ্গ সমূহের মধ্যে চোখও অন্তর্ভূক্ত। তাই চোখকে কু-দৃষ্টি এবং যে সমস্ত জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে নাজায়িয তা থেকে বিরত রাখা একান্ত প্রয়োজন ও লজ্জাশীলতার পরিচায়ক। হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি মৃত্যুবরণ করি অতঃপর জীবিত হই, আবার মৃত্যুবরণ করি অতঃপর জীবিত হই, আবার মৃত্যুবারণ করি অতঃপর জীবিত হই। এটা আমার নিকট আমি কারো লজ্জাস্থানের প্রতি আর কেউ আমার লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করার চেয়েও অনেক প্রিয়। অর্থাৎ কারো লজ্জাস্থানের প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করার চেয়েও অসংখ্যবার মৃত্যুবরণ করা এবং জীবিত হওয়াটা আমার নিকট অধিক প্রিয়। (তামবিহুর গাফেলীন, ২৫৮ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল আরবী, বৈরুত)

ফাসিক কে?

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল ফাসিক কে? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিকে মানুষদের ঘরের দরজা এবং তাদের পর্দার স্থান থেকে নিবৃত্ত রাখে না, সেই ফাসিক।

অভিশপ্ত

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ধর্শক/ধর্শিতার উপর **আল্লাহ্ তা'আলার** লানত।"

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৭৮৮ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ্, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন। আলোচ্য হাদীসের অর্থ হচ্ছে; যে পুরুষ কোন আজনবি মহিলার প্রতি বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃত ভাবে দৃষ্টি পাত করে তার প্রতি **আল্লাহ্ তা'আলা**র লানত। অনুরূপ যে মহিলা বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন আজনবি পুরুষকে নিজের দেহ প্রদর্শন করে তার প্রতিও **আল্লাহ্ তা'আলা**র লানত। মোট কথা আলোচ্য হাদীসে তিনটি শর্তারোপ করা হয়েছে: (১) আজনবি মহিলার প্রতি দৃষ্টি পাত করা, (২) বিনা প্রয়োজনে দৃষ্টি পাত করা, (৩) ইচ্ছাকৃত ভাবে দৃষ্টি পাত করা। (মিরাত, ৫ম খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা)

মদীনার তাজেদার, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “তোমরা নিজেদের উরু উম্মুক্ত করো না এবং কারো উরুর প্রতিও দৃষ্টি পাত করো না। চাই সে জীবিত হোক কিংবা মৃত।”
(সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১৪০)

হাফ প্যান্ট পরিধান করে যারা খেলাধুলা করে। হাটু ও উরু অনাবৃত রেখে যারা ব্যায়াম, শারীরিক কসরত করে, কুস্তি, কাবাডি ইত্যাদি খেলা খেলে। সুইমিংপুল, সমুদ্র সৈকত ইত্যাদিতে হাফ প্যান্ট, জাঙ্গিয়া অর্ধ নগ্ন পোষাক পরিধান করে যারা গোসল করে এবং যারা তাদের অনাবৃত সতরের প্রতি দৃষ্টি পাত করে তাদের হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাড়াতাড়ি তাওবা করে সে সমস্ত পর্দাহীনতা, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা থেকে বিরত থাকা উচিত। সুইমিংপুল, সমুদ্র সৈকত এবং নদীতে গোসল করার সময় পায়জামার উপরে মোটা কাপড়ের চাদর বা অন্য কোন রঙ্গিন মোটা কাপড় দ্বারা নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত ঢেকে নিলে পর্দাহীনতা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'আদাতুদ দা'রাঈন)

পর্দার গুরুত্ব

হযরত সায়্যিদুনা ইয়ালা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: একদা **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জনৈক ব্যক্তিকে খোলা মাঠে বেপর্দা গোসল করতে দেখলেন, তিনি ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে মিম্বরে আরোহণ করলেন। **আল্লাহ্ তা'আলার** প্রশংসা ও গুণকীর্তণের পর তিনি ইরশাদ করলেন: "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তা'আলা** লজ্জাশীলতা ও পর্দাকে ভালবাসেন। তাই তোমাদের কেউ যদি গোসল করে, তার জন্য পর্দা করা অপরিহার্য।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০১২)

সর্ব সাধারণের গোসল খানা

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: দুটি চাদর ব্যতীত গোসলখানাতে প্রবেশ করো না। একটি চাদর নিজের সতর ঢাকার জন্য এবং অপরটি নিজের চোখ ঢাকার জন্য অর্থাৎ অপরের সতর দেখা থেকে নিজের দৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

(তামবিহুল গাফেলীন, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পূর্ববর্তী যুগে অনেক বড় বড় গোসলখানা নির্মিত ছিল। যেখানে টাকার বিনিময়ে গোসল করতে পারে। সম্ভবত এ জন্যই এ প্রবাদটি প্রচলিত আছে: অর্থাৎ একটি গোসলখানায় সবাই উলঙ্গ। সবার একই অবস্থা, তাই হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ মুসলমানদেরকে জোর তাগিদ দিয়ে বলেছেন। যখন তোমরা গোসখানাতে যাবে, তখন না কারো লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, না নিজের লজ্জাস্থান অন্যদেরকে দেখাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

কুদৃষ্টির মাধ্যমে স্মৃতিশক্তি দূর্বল হয়ে যায়

হযরত আল্লামা আবদুল গণী নাবলুসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **“আল কাশ্‌ফু ওয়াল বয়ান ফি মা ইয়াতাআল্লাকু বিন নিসিইয়ান”** এর ২৭ থেকে ৩২ পৃষ্ঠাতে স্মৃতিশক্তি দূর্বল হওয়ার যে সকল কারণ সমূহ লিখেছেন, তাতে এটাও রয়েছে যে, নিজের ও অন্যের লজ্জাস্থান দেখার দ্বারা দরিদ্রতা আসে এবং দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন নিজের লজ্জাস্থান দেখার দ্বারাও স্মৃতিশক্তি দূর্বল এবং দরিদ্রতার হুশিয়ারী আসে তখন তো কুদৃষ্টি দেওয়া এবং সিনেমা দেখার দুনিয়াবী ও আখিরাতের ক্ষতি সমূহের ব্যাপারে কি বলার আছে?

কাজায়ে হাজত কালীন সময়ের একটি সুন্নাত

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, শাহে্ বনী আদম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন কাজায়ে হাজতের ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন ঐ সময় পর্যন্ত পবিত্র কাপড় উপরে উঠাতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত মাটির নিকটবর্তী হয়ে না যেতেন। (সুনানুত তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪) মোটকথা সকল কাজে লজ্জাশীলতা অবলম্বন করতে হবে।

ব্যভিচারী চোখ: হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্‌র নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “চোখের যিনা হচ্ছে কু-দৃষ্টি দেওয়া।”

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬২৪৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

চোখগুলোতে আগুন ভর্তি করে দেওয়া হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌র কসম! কু-দৃষ্টির শাস্তি সহ্য করা যাবে না। বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি নিজের চোখকে হারাম (দৃষ্টি) দ্বারা পরিপূর্ণ করবে **আল্লাহ্‌ তা'আলা** কিয়ামতের দিন তার চোখে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করে দিবেন।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা, দরুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

আগুনের শলাকা

মহিলাদের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সৌন্দর্য যেমন বাহ্যিক বর্ধিত অংশ) দেখা শয়তানের তীর সমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তীর। যে (ব্যক্তি) না মুহরিম মহিলাদের থেকে দৃষ্টিকে হিফাজত করে না, কিয়ামতের দিন তার চোখে জাহান্নামের আগুনের শলাকা প্রবেশ করানো হবে। (বাহরুদ দুমু, ১৭১ পৃষ্ঠা, দরুল ফজর, দামেশ্‌ক)

জাহান্নামের পাথেয়

আফসোস! শত কোটি আফসোস! একদিকে গলী সমূহ, বাজার এবং অনুষ্ঠানাদির মধ্যে পুরুষ মহিলাদের এক সাথে মেলামেশা। কু-দৃষ্টি এবং অসর্তকতা আর অন্যদিকে ঘরে ঘরে এক ধরণের সিনেমা ঘর খুলে গেছে মুসলমানদের অধিকাংশ টি.ভি. ইত্যাদির মাধ্যমে কু-দৃষ্টির আপদে আক্রান্ত। **মনে রাখবেন!** টি.ভি. শুধু সংবাদ দেখা ব্যক্তিও কু-দৃষ্টি দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন কেননা অধিকাংশ মহিলারাই সংবাদ সমূহ শুনিয়ে থাকে। অতঃপর বিভিন্ন ধরণের মহিলাদের ছবি সমূহও দেখানো হয়ে থাকে। হায়! আমাদের সকলের যদি চোখের কুফ্‌লে মদীনা নছীব হয়ে যেত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

আহ! আহ! আমরাও যদি সকলে লজ্জার কারণে দৃষ্টিকে নতকারী হয়ে যেতাম। ১৮ পারা সূরা নূরের ৩০-৩১ নং আয়াতের মধ্যে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেন:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

আমার আক্বাযে নেয়ামত, আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, আযিমুল বারাকাত, আযিমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পীরে তরীকত, আলিমে শরীয়াত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, বইছে খাইর ও বরকত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের বিখ্যাত কুরআনুল করীমের অনুবাদ **কান্যুল ঈমানে এর অনুবাদ এভাবে করেছেন:** “মুসলমান পুরুষদের নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টি সমূহকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোর হিফাজত করে, এটা তাদের জন্য খুবই পবিত্র। নিশ্চয় **আল্লাহ্**র নিকট তাদের কাজ সমূহের খবর রয়েছে আর মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের সতীত্বকে হিফাজত করে আর নিজেদের সাজ-সজ্জাকে প্রদর্শন না করে কিন্তু যতটুকু স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায়।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

নোংরা মন-মানসিকতার কারণ সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **মাদানী আক্বা, প্রিয় প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লজ্জার কারণে অধিকাংশ সময় আপন দৃষ্টিকে নিচু করে রাখতেন। আর হায়! আমাদের মধ্যে প্রায় সকলে নিদ্ধিধায় দৃষ্টি সমূহ উঠিয়ে চারিদিকে দেখতে থাকে এবং এ কথার কোন পরোয়া করে না যে দৃষ্টি না মুহরিম মহিলার উপর পড়ছে বা আমরদের উপর। এটার একটি কারণ এটাও হতে পারে যে, আমাদের সমাজের অধিকায়শই লজ্জা থেকে বঞ্চিত! প্রায় সব ঘরে টি.ভি.তে সিনেমা নাটকের কারণে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার পরিবেশ (সৃষ্টি হয়েছে)। দুনিয়াবী পুস্তিকা, ডাইজেস্ট এবং উপন্যাস পড়ে পড়ে সংবাদ পত্রে সারা দুনিয়ার নোংরা নোংরা খবর সমূহ এবং চরিত্র বিধ্বংসী বিষয় বস্তুর অধ্যয়ন করে এবং রাস্তায়, জায়গায় জায়গায় লাগানো সাইনবোর্ড এবং সংবাদপত্র সমূহের নির্লজ্জতায় পরিপূর্ণ ছবি সমূহ দেখে দেখে মানসিকতা মন্দ থেকে মন্দ হতে চলেছে, হয়ত সেসব বিষয়ের কারণে এখন মামাত বোন, খালাত বোন, চাচাত বোন, ফুফাত বোন, চাচী, জেঠী, মামী এমনকি প্রতিবেশীদের সাথে পর্দার মানসিকতা নেই। ঘর সমূহে দেবর ভাবীর বিষয়ও একেবারে নিঃস্বংকোচ, দেবর ভাবীর পর্দার বিষয় এখন কল্পনা কারাও কঠিন। অথচ হাদীস শরীফে এটার ব্যাপারে খুব কঠিন হুকুম রয়েছে। যেমন:

দেবর মৃত্যুতুল্য:- হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্ তা'আলার মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব, মুনায্যাহুল আনিল উয়ুব, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “মহিলাদের নিকট আসা থেকে বেঁচে থাক।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

তখন এক আনছারী সাহাবী আরয করল: দেবরের ব্যাপারে আপনার মতামত কি বা আপনি কি ফরমান? ইরশাদ করলেন: "দেবর মৃত্যুতূল্য।" (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১৭৪)

না-মুহরিম মহিলাদের থেকে দূরে থাকুন

জানা গেল দেবর, ভাসুর এবং ভাবীর মধ্যে পর্দার হুকুম সাধারণ লোকদের তুলনায় বেশি কঠিন। যদি পরস্পরের মধ্যে হাসাহাসি, কথাবার্তা এবং বেপর্দার ধারাবাহিকতা রাখার কারণে যেখানে কু-দৃষ্টি ইত্যাদি গুনাহ হতে থাকবে, সেখানে বড় গুনাহ এর সম্ভাবনাও বাড়তে থাকবে। বরং কখনো হয়েও যায়। আহ! যদি দেবর বেচারা মাদানী পরিবেশওয়ালা হতো এবং ভাবী থেকে দূরে থাকত, লজ্জা করত, তবে তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, দেবরের উচিত লাখো ঠাট্টা মজাক করুক তবুও পরোয়া করবেন না। পর্দার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবেন, তা নাহলে পরকালের লজ্জা অনেক ভারী হযে যাবে। নিজেকে এভাবে ভয় দেখান, যদি আমি ভাবীর প্রতি কু-দৃষ্টি দিই এবং **আল্লাহ্**র পানাহ! কিয়ামতের দিন চোখে আগুন ভর্তি করে দেয়া হয়, তো আমার কি অবস্থা হবে! অবশ্য আপনার ঘরে যদি (পর্দার বিষয়ে) কেউ না শুনে তবে ঘর ত্যাগ করে পালানোরও প্রয়োজন নেই। লড়াই ঝগড়া করে ঘরের মধ্যে দুঃশ্চিন্তাও সৃষ্টি করবেন না। আপনি নিজেই চোখে 'কুফ্লে মদীনা' লাগিয়ে নিন। নিজের দৃষ্টিকে হিফাজত করুন। ঘরে ভাবী থকুক বা চাচাত বোন ইত্যাদি বা চাচী, জেঠী বা মামী এবং মহিলারা আসলে, তবে আপনি তাদের সামনে যাবেন না। কখনো সামনাসামনি হয়ে গেলে তবে দৃষ্টিকে উঠাবেন না। তাদের শরীর তো দূরের কথা তাদের কাপড়ের প্রতিও দৃষ্টি দিবেন না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

যদি কখনো কথা বলার প্রয়োজন হয়, তবে এভাবে দৃষ্টিকে নত করে রাখবেন, যেন তাদের অবয়বের উপর না পড়ে। অবশ্য আপনার সাথে ঠাট্টা মশকরা করতে থাকুক, দুনিয়াতে যদিও আপনি এভাবে মজলুম অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করবেন, তবে আখিরাতে সম্মান লাভ করবেন। যখন এরকম আত্মীয় মহিলাদের দিকে দেখতে ইচ্ছা হয় তখন নিজেকে ঐ শাস্তির মাধ্যমে ভয় দেখান যে, হেদায়া শরীফ গ্রন্থকার নকল করেন: যে ব্যক্তি কোন বেগানা মহিলার সৌন্দর্যের অর্থাৎ না মুহরিম মহিলার সৌন্দর্য যেমন: সৌন্দর্য, গঠন ইত্যাদির প্রতি উত্তেজনা সহকারে দেখবে, তার চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। (হিদায়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, দারু ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত)

কানের লজ্জা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কানের ব্যাপারেও লজ্জা অবলম্বন করুন। সংগীত, গান-বাজনা, গীবত, চুগলী, অশ্লীল কথাবার্তা এবং অনর্থক কথাবার্তা এবং যেকোন দোষ কখনো শুনবেন না।

অবৈধ বিষয় শুনার বিভিন্ন শাস্তি

বর্ণিত আছে: যে ঐসকল আওয়াজের উপর (যা শুনা হারাম) কান লাগিয়ে দেয়। কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ভর্তি করে দেওয়া হবে। (মুকাদ্দামা কাফ্ফুর রিআ’) একটি হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: যে গোপনে লোকদের কথাবার্তা শুনে অথচ সে এটাকে (অর্থাৎ এটিকে শুনাকে) অপছন্দ করে, তবে কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। (সহীহুল বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭০৪২) “তাবারানীতে” এক দীর্ঘ হাদীসে এটাও রয়েছে: অতঃপর আমি এমন কিছু লোক দেখেছি যাদের চোখে ও কানে পেরেক বিদ্ধ ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” **(তারগীব তারহীব)**

জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হয়: এরা ঐসকল লোক, যারা এসব কিছু দেখত যা তাদের দেখা উচিত নয় এবং তারা ঐসব কিছু শুনত যা তাদের শুনা উচিত নয়। (অর্থাৎ অবৈধ কিছু দেখত এবং শুনত) (আল মুজামুল কবির লিত তাবারানী, ৮ম খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৬৬৬, দারু ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত)

লজ্জার পোষাক: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরকে তাক্ওয়া অবলম্বণ করে বাতিনী ভাবেও নিজেকে পবিত্র রাখতে হবে এবং সতর ঢাকার পোষাক পরিধান করে প্রকাশ্য ভাবেও নির্লজ্জতা থেকে বিরত থাকতে হবে। **আল্লাহ্ তা'আলা** ৮ম পারার সূরা আরাফার ২৬নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰبَنِيۡۤ اٰدَمَ قَدۡ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسًا يُّوَارِىۡ سَوۡاٰتِكُمۡ وَرِيۡشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقۡوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيۡرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿۲۶﴾

আমার আক্বায়ে নেয়ামত, আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত, আযীমুল বারাকাত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পীরে তরীকত, আলিমে শরীয়াত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, বায়িছে খায়র ও বরাকাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের বিখ্যাত কুরআনের অনুবাদ **কান্যুল ঈমানে এর অনুবাদ এভাবে করেন:** “হে আদম সন্তানগণ! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এক পোষাক এমনই অবতরণ করেছি, যা দ্বারা তোমাদের লজ্জার বস্তুগুলো গোপন করবে এবং একটি এমনও যে, তোমাদের শোভা হবে আর তাকওয়ার পোষাক, সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট।” এটা **আল্লাহ্**র নিদর্শন সমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে, তাকওয়ার পোষাক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে লজ্জা, ভাল অভ্যাস সমূহ এবং নেক আমল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আফসোস! এখন তো তাকওয়ার পোষাকের বাতেনী লেবাসও টুকরা টুকরা নিচিহ্ন হয়ে গেছে এবং প্রকাশ্য পোষাকও সুন্নাত অনুযায়ী রইল না। অন্তর ও দৃষ্টির লজ্জা শরমের পোষাকও ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে তো সতরের বা লজ্জাস্থানের পোষাক ও নির্লজ্জতার আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকেনি। সতর ঢাকার সাধারণ ভদ্র এবং ভাল গঠণের পোষাকের জায়গায় উল্টোসিধে রং-বেরঙ্গের বিশ্রী পোষাক সমূহ জায়গা করে নিয়েছে। পরিধান করার মধ্যে ঠান্ডা-গরমের কোন বিশেষ সম্পর্ক না সুন্নাত ও লজ্জার কোন পরোয়া আছে। ব্যাস! ছোট পোষাকের মধ্যে বন্দীদশার বিপদে গ্রেফতার।

পর্দার মধ্যে পর্দা করার বিভিন্ন পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরকে ভদ্রভাবে বসা উচিত। কিছু লোক প্রথমত কাপড় ছিপছাপ পরিধান করে অতঃপর দু'হাটুকে খাড়া করে ঐগুলোকে ডানে বামে বিস্তৃত করে দেয় এভাবে **আল্লাহ্‌**র পানাহ! অনেক নোংরা দৃশ্যের প্রকাশ পায়। এমন নির্লজ্জ পরিস্থিতিতে লজ্জাশীল লোক পরীক্ষার সম্মূখীন হয়। মাদানী মাশওয়ারাহ হল আর এটা মাদানী ইন্‌আমাতের মধ্যে একটি মাদানী ইন্‌আমও যে, যখনই ঘুমাবেন বা সববেন তখন "পর্দার উপর পর্দা" করে নিবেন। এমনটি যারা সুন্নাতে ভরা লেবাস পরিধান করে থাকে তাদের খেদমতেও আরয হল যে, বসার পূর্বে দাড়িয়ে দাড়িয়ে চাদরকে উভয় পার্শ্বে ধরে নাভী থেকে পা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিন, এখন বসে যান এবং চাদরের কিছু অংশ পায়ের নিচে ডুকিয়ে রাখুন। যখন উঠতে চাইবেন তখন এভাবে উভয় হাত দ্বারা আকড়ে ধরে দাড়িয়ে যান। যদি চাদর না থাকে তবে উঠা বসার সময় দাড়িয়ে যান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

যদি চাদর না থাকে তবে উঠা বসার সময় কাপড়ের আস্তিনকে ভালভাবে বিস্তৃত করে দিন। নতুবা উঠা বসার সময় অধিকাংশ সময় নোংরা দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। একটি পদ্ধতি এটা যে, দাড়িয়ে দাড়িয়ে পোষাকের জামার আস্তিন ঠিক করে দুই হাতে হাঠুদ্বয়ের উপর রেখে প্রথমত দু'জানু হয়ে বসুন এবং উঠার সময়ও দু'জানু হয়ে নামাযের মত করে উঠুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উঠা-বসার সময় বেপর্দা হবে না। উপরে আবৃত চাদর যদি শোয়ার সময় পড়ে যায় বা পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকেন তাদের খেদমতে মাদানী মাশওয়ারাহ হল যে, পায়জামার উপর লুঙ্গী পরিধান করুন বা কোন চাদর আবৃত করে নিন এবং উপরেও এক চাদর আবৃত করে নিন। উত্তম হল যে, লুঙ্গীর এক পাশ মাঝখানে এভাবে সেলাই করুন যে, উভয় কোণায় শুধু পা দ্বয় ঢুকানোর ছিদ্র বাকী থাকে। শোয়ার সময় ধরণের লুঙ্গী পরিধান করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রশান্তিদায়ক "পর্দার উপর পর্দা" হয়ে যাবে।

একাকী লজ্জা অবলম্বণ: **নবীয়ে মুখতার, মদীনার তাজেদার, মাহবুবে গাফ্ফার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে আরয করা হল যে: আমরা নিজেদের লজ্জাস্থানকে কতটুকু হিফাজত করব? ইরশাদ করলেন: "স্ত্রী এবং দাসী ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ হতে দিয়ো না।" আরয করা হলো: যদি একাকী অবস্থায় থাকি তবে? ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ্ তা'আলার** অধিক হক রয়েছে যে, তাঁর থেকে লজ্জা অবলম্বণ করা হয়।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০১৭)

হাদীসে পাকে দাসীরও আলোচনা রয়েছে। এটা ঐ যুগের প্রযোজ্য ছিল। বর্তমান যুগে, দাস-দাসী প্রচলণ নেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তা‘আলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” **(মুসলিম শরীফ)**

কুফ্‌রী বাক্যঃ ফোকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেনঃ কাউকে বলা হলঃ “**আল্লাহ্ তা‘আলা**কে লজ্জা কর” সে বললঃ আমি **আল্লাহ্ তা‘আলা**কে লজ্জা করি না। এরকম বলা কুফ্‌রী।

(ফতোওয়ায়ে তাতার খানিয়া, ৫ম খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা, বাবুল মদীনা করাচী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একাকী অবস্থায়ও অপ্রয়োজনীয় উলঙ্গ হওয়া অথবা লজ্জাস্থান খোলা রাখা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকুন। যে সকল লোক ঘরে এমন পায়জামার উপর যার দ্বারা পর্দার অঙ্গ সমূহের উত্থান গোপন হয় না, শুধু গেঞ্জি পরিধান করে তাদেরকে লজ্জা করা উচিত যে, চলাফেরা করার সময় অধিকাংশই নোংরা দৃশ্য প্রকাশ পায়। তাদের উচিত যে, গেঞ্জির উপর জামা পরিধান করে থাকবে বা গেঞ্জির দুই পাশে প্রয়োজন অনুযায়ী জামার মত গোলাকার করে সামনে এবং পিছনে পরিমাণমত কাপড়ের এক একটি টুকরা সেলাই করে নিন, এভাবে গেঞ্জিতে জামার ধরণ চলে আসবে এবং এখন গেঞ্জি পরিধান করে চলাফেরার মধ্যেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ “পর্দার উপর পর্দা” হয়ে যাবে। প্রত্যেক মুসলমানের এটা আকীদা যে, **আল্লাহ্ তা‘আলা** দেখছেন। এই সত্য আকীদা সত্ত্বেও নির্লজ্জতা মূলক চালচলন চরম আশ্চর্য্যের বিষয়।

যা ইচ্ছা কর

মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেনঃ “যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন তুমি যা চাও তা করো।” (আল ইহসান বি তারতিবি সহীহ ইবনে হাব্বান, ২য় খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬০৬, দরু কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত) এই বাণী ধমক ও ভয় দেখানোর জন্য (অর্থাৎ- ভীতি প্রদর্শন ও ধমক প্রদানের) যে, যা ইচ্ছা কর, যেমন করবে তেমন পরিণাম ভোগ করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

মন্দ (নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ) করলে তবে তার শাস্তি পেতে হবে। কোন বুজুর্গ নিজের ছেলেকে উপদেশ দেন, (যার সারাংশ এটা যে) 'যখন গুনাহ করতে গিয়ে তোমার আসমান ও যমীনের মধ্য থেকে কারো থেকে (লজ্জা) না আসে। তবে নিজেকে চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে গণ্য করো।'

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাণী হচ্ছে: 'সর্বোচ্চ লজ্জা হল এটাযে, নিজেকে নিজে লজ্জা করবে।'

লজ্জাশীল ব্যক্তি আদব সম্পন্ন হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জার ও আদবের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। লজ্জাশীল ব্যক্তি সর্বদা আদব সম্পন্ন হয়ে থাকে। একটা সময় ছিল যে, প্রত্যেক মুসলমান একে অপরের মান-সম্মান রক্ষাকারী, উত্তম চরিত্রের নমুনা, আদব সম্পন্ন, লজ্জাশীল এবং সুন্নাতে **রাসুল** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর স্মরণকারী ছিলেন। ছেলে মেয়ে নিজের মা-বাবা থেকে এবং ছাত্র ও মুরিদ নিজের উস্তাদ ও পীর থেকে চোখ রাখা তো দূরের কথা, সামনা সামনি হতে ইতস্তত বোধ করত, কথা বলার সময় চোখ দুটিকে নত করে রাখত, আওয়াজকে ছোট করত এবং যা আদেশ হত তা পালন করত। তাদের অনুপস্থিতিতেও আদব রক্ষা করে চলত এবং বড়দের নাম ধরে নয় বরং উপাধি সহকারে স্মরণ করত। মোটকথা, সর্বদা সর্বক্ষেত্রে মান-মর্যাদার প্রতি খেয়াল করত এবং বড়-ছোটদের পার্থক্য বহাল রাখত। কিন্তু আফসোস যে, এখন আমাদের মধ্যে প্রায় সকল নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে মাদানী নীতিমালা থেকে অজ্ঞ, চরিত্র ও আদব সমূহ থেকে অজ্ঞাত, শরীয়াতের নীতিমালা সমূহ থেকে অনবহিত,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়,কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

লাগামহীন, বংশীয় এবং সামাজিক নীতিমালার ধ্বংসলীলার মধ্যে একে অপরের চেয়ে আগে বেড়ে নির্লজ্জতা এবং দুশ্চরিত্রের দৃশ্য অবলোকন করছে। ছেলে বাবার সাথে চোখের সাথে চোখ রেখে নয় বরং জামার কলারে হাত দিয়ে কথা বলছে। মেয়ে মায়ের হাত যদিও মোচড়ায়না কিন্তু মায়ের উপর হাত উঠায়। ছোটদের মধ্যে ভদ্রতা নেই। বড়দের মধ্যে দয়া নেই, পিতার মধ্যে সহনশীলতা নেই, মেয়ে রুক্ষ তো মা কটুভাষী। ছাত্র লজ্জাশীল নয় তো উস্তাদ নেক্‌কার নয়। ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকা এবং মাদানী মাহল থেকে দূরে থাকার কারণে পিতা-মাতা সন্তানদেরকে ইসলামী প্রশিক্ষণ দিতে পারছে না। বাচ্চা ও মা-বাবার খিদমতও করছে না। মোটকথা আমাদের ঘরোয়া এবং সামাজিক জীবনকে তছনছ করে তিক্ত ও বিস্বাদ করে ফেলেছে। অথচ আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ সুন্নাতে ভরা জীবন যাপন করার কারণে ভাল মানসিকতা এবং ভাল অবস্থায় থাকতেন। আসুন লক্ষ্য করুন যে, আমদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের লজ্জা ও আদবের অবস্থা কি রকম ছিল, তা জেনে নিয়-

লজ্জার কারণে মাথা উঠানোর সাহস হয়নি

এক বুজুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ একবার হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ কে বললেন: বায়েজিদ! তাক থেকে অমুক কিতাব নিয়ে আসুন। আরয করলেন: হুযুর! ঐ (কিতারের) তাক কোথায়? বুজুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ অবাক হয়ে বললেন: এক যুগ থেকে এখানে আসা-যাওয়া করছেন অথচ আপনি তাক দেখেননি!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুব সম্মান সহকারে আরয করলেন: আলীজাহ্! আমার কখনো আপনার সামনে মাথা উঠানোর সাহস হয়নি। একারণে আমি ঐ তাক দেখিনি। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বুজুর্গদের দরবারে হাজিরীর পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যার মধ্যে যতবেশি লজ্জা থাকবে, তার মধ্যে শিষ্টাচার ও ততবেশী থাকবে। হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি ততকালীন অনেক বড় **আল্লাহ্**র ওলী ছিলেন। ফয়য অর্জনের জন্য এক বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খিদমতে অনেক দিন ধরে হাজিরী দিতে থাকেন, কিন্তু যখনই হাজির হতেন দৃষ্টিকে নত করে মাথা ঝুকিয়ে বসে থাকতেন। এই কারণে তাঁর এটা জানা ছিল না যে, রুমে তাক কোথায়! আর আমরা যদি কোন বুজুর্গের আস্তানায় যায় তবে চারিদিকে দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে সেখানকার প্রত্যেক কোণার যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে না পারি, শান্তি পায় না। এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্য বুজুর্গদের খিদমতে আদব সহকারে হাজিরী দেওয়ার ধরণ জানা গেল।

বা-আদব বা-নছীব,
বে-আদব বে নছীব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

চোখগুলো ফুটো হতো, তবে ভাল হতো

আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গরা কারো ঘরে এদিক সেদিক দেখাকে পছন্দ করতেন না। যেমন- ইবনে আবি হুজাইল বর্ণনা করেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজের এক বন্ধুর সাথে কারো ঘরে তাশরিফ নিলেন। যখন তার ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তার বন্ধু এদিক সেদিক দেখতে লাগলেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: যদি তোমার দুটি চোখেই ফুটো হতো। তবে তা তোমার জন্য ভাল হতো।

(আল আদাবুল মুফরাদ, ৩৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩০৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

এটা কি গাছ?

একবার **আল্লাহর রাসুল, রাসুলে মাকবুল, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "মুমিনের উদাহরণ ঐ গাছের মত। যার পাতা ঝরে না। বলো! ঐটা কোন গাছ?" উপস্থিত সকলে বিভিন্ন গাছের নাম আরয করতে লাগল। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অনেক মেধাবী ছিলেন। তিনি বলেন যে, আমার যেহেনে আসল যে, খেজুরের গাছ হবে, কিন্তু (আদবের কারণে) আমি বলতে লজ্জাবোধ করলাম। অতঃপর উপস্থিত সকলে আরয করল: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনিই ইরশাদ করুন, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সেটা হল খেজুরের গাছ।" (সহীহ মুসলিম, ১৫১০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮১১)

এটা হল আদব ও লজ্জার উচ্চস্তরের উদাহরণ, যখনই কোন বুজুর্গের খিদমতে হাজির হবেন তখন এটা মন-মানসিকতা রাখবেন যে, নিজের কথা শুনানোর পরিবর্তে তার বাণী সমূহ শুনব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জাশীল মুসলমান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে তিন দিন মাদানী কাফেলাতে সফরকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন এবং এতে স্থায়ীত্ব পাওয়ার জন্য ফিক্বে মদীনা করে, প্রত্যেক মাদানী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নিজের যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রশংসা এবং সৌভাগ্য

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ওমর বায়যাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (ওফাত: ৬৮৫ হিঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তা'আলা** এবং তাঁর **রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে, দুনিয়াতে তার প্রশংসা হয় এবং আখিরাতে (সে) সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য হবে। (তাফসীরে বায়যাবী, পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত নং: ৭১ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, **নূরের পায়কর, সকল নবীদের সরওয়ার, সুলতানে বাহরো বর, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "জান্নাত মায়েদের পায়ের নীচে।" (কানযুল উম্মাল, কিতাবুন নিকাহ, আল বাবুস সানী ফি বিররিল ওয়ালিদাইন, ১৬তম খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৪৩১)

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার **ফয়যানে মদীনা** জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ঈশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা **ইজতিমায়** সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে **মাদানী কাফেলা** সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন **ফিক্‌রে মদীনা** করার মাধ্যমে **মাদানী ইন্‌আমাতের** রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক **মাদানী মাসের** প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য **মাদানী ইন্‌আমাতের** উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য **মাদানী কাফেলায়** সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net